কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 22 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... ২ ...

জিয়ানগরে স্কুলশিক্ষকের যৌন হয়রানি

পিরোজপুরের জিয়ানগরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহিদুল ইসলামের যৌন হয়রানির হাত থেকে মুক্তি পেতে ছাত্রীরা ব্ল্যাকবোর্ডে বিভিন্ন স্লোগান লিখে প্রতিবাদ জানায়।

ছবি : কালের কণ্ঠ

ব্ল্যাকবোর্ডে প্রতিবাদী অক্ষর

পিরোজপুর প্রতিনিধি ▷

বালিকা বিদ্যালয়ের ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চক দিয়ে হাজতখানার শিক আঁকা হয়েছে। শিকের পেছনে একজনের দাঁড়িয়ে থাকার ছবি। ওপরে লেখা, 'শহিদুল স্যারকে চাই না।' এটা পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গতকাল সোমবারের ছবি। বিদ্যালয়ের সব শ্রেণিকক্ষে একই দাবিসংবলিত লেখা দেখা গেছে।

ছাত্রীরা জানায়, বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক শহিদুল ইসলামের যৌন হয়রানির হাত থেকে মুক্তি চায় তারা। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ওই শিক্ষক এক ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন। মেয়েটিকে কুপ্রস্তাবও দিয়েছেন। ঘটনার পরদিন মেয়ের মা সুষ্ঠু বিচার দাবিতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এক সভায় তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল কবির স্বপন বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে একটি সভা করেছি। সভায় দাতা সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল কবির মজনুকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁরা আগামী ৩০ তারিখের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

এদিকে গতকাল ওই বিদ্যালয়ে গেলে এক ছাত্রী বলে, 'এখন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ছেলেরা আমাকে দেখলে বলে, কলঙ্কিনী যায়। আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মতো অন্য কোনো ছাত্রী যেন শিক্ষকের দ্বারা হয়রানির শিকার না হয়।'

আরেক ছাত্রী বলে, 'আমরা শিক্ষকের বহিষ্কার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ মাঠে নেমেছি। বিচার না পেলে কাল রাস্তায় নামব।'

আরেক ছাত্রী বলে, 'মা-বাবা আমাদের শিক্ষকদের কাছে পাঠান মানুষ হওয়ার জন্য। আমরাও শিক্ষকদের মা-বাবার মতো সম্মান করি। কিন্তু শিক্ষক যদি এমন আচরণ করেন, তবে আমরা কই যাই?'

এক ছাত্রীর অভিভাবক বলেন, 'এমন লম্পট শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।' অভিযুক্ত শিক্ষক শহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমি বৃষ্টির মধ্যে এক ছাত্রীর ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাকে কুপ্রস্তাব দেই নাই। অশোভন আচরণও করি নাই।'

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, শিক্ষক শহিদুল ইসলাম এর আগে একটি মাদ্রাসায় চাকরি করতেন। সেখান থেকে নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগে চাকরিচ্যুত হন তিনি। এ ছাড়া ওই ঘটনায় ছয় মাস কারাভোগও করেন।

তদন্ত কমিটির প্রধান সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য ইকরামুল কবির মজনু বলেন, 'বিষয়টি কঠোরভাবে দেখছি। তাকে বহিষ্কারের প্রতি আমি একমত। তিনি থাকলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।'